দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... JUL 06 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

29

পরীক্ষায় নকল ও একটি প্রস্তাব

আমার পরিচিত এক মেয়ে এসএসসি-তে একবার খারাপ করিয়া দ্বিতীয়বার প্রথম বিভাগ এবং এইচএসসি-তে প্রথমবার খারাপ করিয়া দ্বিতীয়বার প্রথম বিভাগে পাস করে এবং তিন বিষয়ে লেটার মার্কসও পায়। সে বিএ পাস করিয়াছে দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি লেটারসহ। বিএ পরীক্ষায় এই ধরনের ফলাফল করিবার কারণ হিসাবে জানাইল যে, তাহার গৃহশিক্ষক তাহাকে নকল সরবরাহ করিয়া বিশেষভাবে উপকার করিয়াছেন। সে পড়িত বরিশাল মহিলা কলেজে। সেখান হইতে পরীক্ষা না দিয়া অন্য একটি কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়াছে, যেখান হইতে নকল পাইতে তাহার এবং তাহার মত সকলের কোন পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পরীক্ষা শুরুর ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই সে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বাহির হইতে পাইয়াছিল। আমি ইহা শুনিয়া হতবাক হইয়াছি। কিন্তু হতবাক হইবার আরও কিছু অপেক্ষা করিতেছিল আমার জন্য। ১৯৯৯ সালের বিএ পরীক্ষা যেদিন শুরু হয় সেইদিন অর্থাৎ ইংরেজী পরীক্ষার দিন আমার পরিচিত আরেক মেয়ে তাহার ভাইকে নিয়া আমাদের বাসায় আসে পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট পর। তাহার হাতে ছিল ইংরেজী প্রশ্নপত্র ও একটি সাদা কাগজ। তাহারা আমার কাছে আসে উত্তর তৈরী করিয়া নিয়া যাইতে। উল্লেখ্য, আমি তখন ইংলিশে অনার্স পড়িতেছিলাম। আমি তাহাদের হাতে প্রশ্ন দেখিয়া বিস্মিত হই এবং জানিতে চাই কিভাবে উহা পাইল। তাহারা জানাইল যে, কলেজের দপ্তরি তাহাদের হাতে পৌছাইয়া দিয়াছে। আমাকে তাড়াতাড়ি উত্তর লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকে এবং জানায় যে, কলেজের সবাই ইহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ ইহাই ফটোকপি হইয়া সকল পরীক্ষার্থীর নিকট পৌছানো হইবে। আমি নকলের কথা শুনিয়াছি এবং পত্রিকায় পড়িয়াছি, কিন্তু নিজ চোখে দেখিতে হইবে ভাবি নাই। যাহা হউক, নৈতিকতাবিহীন এই কাজ করিতে অস্বীকার করি। পরে জানিয়াছি, তাহারা যাহার জন্য উত্তর লিখাইয়া নিতে আসিয়াছিল, সে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাস করিয়াছে। উল্লিখিত দুইটি ঘটনার মাধ্যমে ইহা স্পষ্ট যে, নকল কিভাবে হয় এবং কত সহজভাবে হইতেছে। সারাজীবন লেখাপড়া করিয়া আমি যে ফল করিতেছি, নকল করিয়া অন্যরা উহার চাইতে ভাল ফল করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে পড়ালেখা বন্ধ করিয়া বইখাতা ছিড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।

না। এমতাবস্থায়, পদ্ধতিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে একবার প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন।

আয়েশা ফারজানা রিমি,
সিএন্ডবি রোড, বরিশাল